আলমডাঙ্গা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫২টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন

আলমডাঙ্গায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে পৌরসভাকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।

একই সাথে পৌরসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো হয়েছে ৫২টি ক্যামেরা। এতে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও হত্যার মতো অপরাধ নিয়ন্ত্রণ হবে বলে আশাবাদ জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই আলমডাঙ্গা পৌরসভাকে নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা বসানোর দাবি করছিল পৌরবাসী। ইতো পূর্বে আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির উদ্যোগে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হলেও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা সব ক্যামেরা অকেজো হয়ে যায়। যা অপরাধ মূলক ঘটনা ঘটলেও অপরাধীরা ধরা ছোয়ার বাইরে চলে যায়।

সেই দাবির প্রেক্ষিতে অবশেষে স্থানীয় সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুনের অর্থায়নে প্রায় ৫ লাখ টাকা ব্যায়ে পৌরসভায় সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ ইতো মধ্যে শেষ হয়েছে।

মাস ব্যাপী আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি সাইফুল ইসলাম ও বণিক সমিতির সেক্রেটারি কামাল হোসেনের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ক্যামেরা স্থাপন কাজের সার্বক্ষণিক দেখভাল করেন হাবিবুল করিম চনচল।

পৌরবাজার ব্যবসায়ীরা বলেন, পৌর শহরের নিরাপত্তাসহ সবার জানমালের নিরাপত্তায় এই সিসি ক্যামেরা অনেক উপকারে আসবে। তাছাড়া পুলিশ এই সিসি ক্যামেরা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার কারণে বাজার এলাকায় যানজট কমে আসবে।

বণিক সমিতির সেক্রেটারি কামাল হোসেন বলেন, সিসি ক্যামেরা বসানোর কারণে বাজার এলাকাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা আইনখৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারির মধ্যে থাকবে। আর এতে চুরি ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ অনেকটাই কমে আসবে।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, এই সিসি ক্যামেরা স্থাপনের ফলে পৌর শহরে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনার সৃষ্টি হলে পুলিশ সহজেই অপরাধীদের খুঁজে বের করতে পারবে। সেই সাথে ডিজিটাল মনিটরিং এর মাধ্যমে শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সার্বক্ষণিক থানার ডিউটি অফিসে দায়িত্বরত অফিসার দ্বারা নজরদাড়ি রাখা হচ্ছে।

দামুড়হুদায় লোকমোর্চার উদ্যোগে ডায়ালগ ও লবি সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় লোকমোর্চার উদ্যোগে ডায়ালগ ও লবি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচি প্রকল্প (এসপিপিএস) এর আওতায় পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সদস্যগণ, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম এর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা প্রদানের যাচাই-বাছাই কমিটিতে লোকমোর্চার প্রতিনিধি যুক্ত করণ ও ভাতার দাবী নিয়ে ডায়ালগ ও লবি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইউনুছ আলীর সভাপতিত্বে সভার প্রধান অতিথি ছিলেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম।

এসময় চেয়ারম্যান লোকমোর্চা প্রতিনিধিদের ভাতা প্রদান যাচাই-বাছাই কমিটিতে যুক্ত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে সঠিক তালিকা তৈরি করে ইউপি সদস্যদের কাছে প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের সকল ইউপি সদস্যগণ, লোকমোর্চার প্রতিনিধি, সাংবাদিকবৃন্দ এবং ওয়েভ

ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সমন্বয়কারী আনিসুর রহমান, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সাইফুর রহমান ও প্রোগ্রাম অফিসার ফরহাদ হোসেন প্রমূখ।

চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের ছাত্রদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এই নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিলাল হোসেন এর সভাপতিত্বে উক্ত নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় তিনি বলেন, সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত ভিক্টোরিয়ান জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠদান সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এ ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করে ও অনান্য প্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া করে দেশে ও বিদেশে নিজ যোগ্যতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাচ্ছে এবং তারাই এ স্কুলের সুনাম পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, আমি আনন্দিত হয়েছি যে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও এ স্কুলের সকল শিক্ষকদের মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের বই পড়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত

পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিল আরা চৌধুরী সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার শিক্ষকমন্ডলী, অভিভাবক ও ছাত্রবৃন্দ।

দামুড়হুদায় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের আয়োজনে শিল্পকলা চত্বরে গত মঙ্গলবার রাত ৮টায় খেলা শুরু হয় এবং আজ বুধবার ভোর সাড়ে ৪টায় খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় ।

দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের কোষাধক্ষ্য আব্দুল মোমিন এর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের উপদেষ্টা ও রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুল আলম উদয়, সাংবাদিক হাবিবুর রহমান হাবিব, বিশিষ্ট সমাজসেবক খাজা মো: আরিফ উদ্দিন, সাফা এন্টারপ্রাইজ এর সত্বাধিকারী তাজ উদ্দিন, দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের সহ-সভাপতি ইমরোজ উদ্দিন খোকন, দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের সভাপতি হায়দার আলী, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান জনি, তরফদার মোস্তাক উদ্দিন, সাবেক মেম্বার আবুল হাসেম।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রবাসী আব্দুর রহমান জসিম, সুমন, মমিন, রাজ্জাক, সবুজ, সোহেল, অন্তর প্রমূখ। খেলায় যে দুটি দল অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন, আরজু আহমেদ রাকিবের দামুড়হুদা হেসেল ঘর এন্ড রেস্টুরেন্ট এবং ঝিনাইদহ কালুহাটির সাহা ব্যাডমিন্টন ক্লাব। খেলায় সাহা ব্যাডমিন্টন ক্লাব চ্যাম্পিয়ন এবং হেসেল ঘর

এন্ড রেস্টুরেন্ট রানার আপ হয়।

উক্ত খেলায় রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন চুয়াডাঙ্গার রাসেল আহমেদ এবং দামুড়হুদার শওকত হোসেন। চ্যাম্পিয়ন দলকে ৩০ হাজার টাকা এবং রানার আপ দলকে ২০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গায় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে দেয়াল ঘড়ি হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গা জেলার সবথেকে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে পরিক্ষার্থীদের সুবিধা প্রদানের জন্য জন্য দেয়াল ঘড়ি প্রদান করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জানিফ এর দিকনির্দেশনায় এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী ইমদাদুল হক সজল এর সৌজন্যে ১০ টি দেয়াল ঘড়ি চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদের কাছে হস্তান্তর করেন।

এ সময় গাজী ইমদাদুল হক সজল বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এগিয়ে চলেছে এই ঐতিহ্যবাহী ছাএ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রামে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানসহ দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছে ঐতিহ্যবাহী এই ছাত্রসংগঠনটি।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের যে সকল শিক্ষার্থী পরিক্ষা দিতে আসে তাদের কথা বিবেচনা করে আমাদের এই আয়োজন। পর্যায়ক্রমে চুয়াডাঙ্গা

জেলার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমাদের এই দেয়াল ঘড়ি প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, আরফিন সজিব,ফারহান রাব্বি, পাপন হাসান সবুজ, লিখন আহম্মেদ, তাজিব আরাফাত, সাব্বির আহাম্মেদ,তৌকির, বাবু,মাহিম,আশিক,অনিক,প্রিন্স, শিমুল, রাশেদ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মী বৃন্দ।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ একজন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৮ বোতল ফেনসিডিলসহ একজনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাগেছে আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) এস এম আমানউল্লাহ এর নেতৃত্বে অভিযান চালায় ছয়ঘরিয়া গ্রামে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই তাইফুজ্জামান, এ এস আই সানোয়ার হোসেন, সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালায় পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে।

এ পুলিশ পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের মাহবুল বিশ্বাস
(৬২) কে তার দেহ তল্লাশি করে ১৮ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে।সে মদনা গ্রামের মৃত্য কায়দার আলীর ছেলে।

আজ তাকে পুলিশ বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

চুয়াডাঙ্গার বাচ্চু মিয়ার অভিনব ফাঁদে নিঃস্ব অনেক পরিবার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দিননাথপুর গ্রামের ইয়াকুব আলীর ছেলে বাচ্চু মিয়ার অভিনব কায়দায় ফাঁদ পেতে অর্থ আত্মসাৎ, প্রতারণা করে জমি হাতির নেওয়া সহ একাধিক অভিযোগ উঠেছে । তার ফাঁদে পা দিয়ে অনেক পরিবার এখন নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

মাখালডাঙ্গা গ্রামের নয়ন মিয়ার এক বিঘা জমি ক্রয় করতে গিয়ে সুকৌশলে দশ বিঘা জমি রেজিস্ট্রি করিয়ে নেয় বাচ্চু মিয়া।

চুয়াডাঙ্গা দিননাথপুর আব্দুল মান্নানের ছেলে সোহাগ মিয়ার সাথে হাওলাদের টাকা নেওয়ার চুক্তিপত্র দলিল করে বাচ্চু মিয়া জমি কিনে দেবে বলে সুকৌশলে হাতিয়ে নেয় চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। আাঠারো মাসের মধ্যে টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও আট বছর পার হলেও এখন পর্যন্ত টাকা পরিশোধ করে নাই বাচ্চু মিয়া । টাকার পরিবর্তে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে জমি দিচ্ছে দিব বলে বছরের পর বছর সময় পার করে আসছেন তিনি।

এই বিষয়ে সোহাগ মিয়া ঢাকার বিজ্ঞ জজ আদালতে একটি প্রতারণার মামলা করেন। মামলাটি রায়ের অপেক্ষায় আছে। অন্যদিকে বাচ্চু মিয়ার নামে অন্য একটি প্রতারণা মামলা রয়েছে মামলা নং ৯৮২/১৮। শুধু সোহাগ মিয়া আর নয়ন মিয়া নয় এমন একাধিক জমি হাতিয়ে নেওয়া প্রতারণা এবং অর্থ আত্মসাতের মামলা চলমান রয়েছে বাচ্চু মিয়ার নামে।

চালু হলো দর্শনা-গেদে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

চাহিদা থাকলেও বরাদ্দ না থাকায় চিনি সরবরাহ বন্ধ

দর্শনাসহ জেলায় ব্যাপক চিনি সংকট দেখা দিয়েছে।কেরুজ উৎপাদিত চিনি বাজারে সরবরাহ বন্ধ থাকায় ক্রেতারা পাচ্ছেনা কেরুজ চিনি।

স্থানীয় বাজারে বিএসএফআইসির তালিকাভুক্ত ৬জন পরিবেশক রয়েছে। তাদের কাছে চিনি সরবরাহ বন্ধ রেখেছে মিল কতৃপক্ষ।ফলে স্থানীয় বাজারে কেরুজ চিনি পাওয়া যাচ্ছে না।ফলে বাধ্য হয়ে রিফাইনারি মিলের চিনি কিনতে হচ্ছে।হাতের কাছে চিনিকল থাকলেও সেই মিলের চিনি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এলাকাবাসি।বাজারে চাহিদা থাকলেও সরবরাহ না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসি।

স্থানীয় পরিবেশক আঃ খালেক জানায়, চিনিকল থেকে চিনি বরাদ্দ না দেওয়ায় বাজারে চিনির সংকট দেখা দিচ্ছে।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) জানান,গত ২২-২৩ মাড়াই মৌসুমে ৫৩ হাজার ৬৯২ দশমিক ৮৮৫ মেঃটন আখ মাড়াই করে ৩ হাজার ২৩ দশমিক ৫০ মেঃটন চিনি উৎপাদিত হয়েছে।

কেরুজ ব্যাপস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন জানান, উৎপাদিত চিনি সেনাবাহিনী, বিজিবি,পুলিশ,আনসারসহ সরকারী দপ্তরে চাহিদা মতো সরবরাহ করা হচ্ছে।

চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারিদের মাঝে রেশন হিসেবে প্রতিমাসে ৫ মেঃটন চিনি বিক্রি করা হয়। ফলে স্থানীয় পরিবেশকদের ঠিকমতো চিনি দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা।

আলমডাঙ্গায় ৩দিন ব্যাপি কৃষি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]